দৈনিক বাংলা

20

তারিখ 0 9 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ছাত্র ভর্তি সমস্যা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

শাহীন কলেজ ঢাকা শহরের অন্যতম নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, দিন দিন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করতে চলেছে। কলেজের সামনের জায়গায় তো অনেক আগে থেকেই বাণিজ্যিক ভবন স্থাপন করা হয়েছে। এখন আবার নতুন করে একটি মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে এর শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হবে তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর আর কোথাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয় কিনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা করা আইন সম্মত কিনা তা জানি না। কিন্তু যেখানে স্কুলের সামনে হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ রয়েছে সেখানে এমন একটা নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে কিভাবে দোকানপাট গড়ে ওঠে এটাই অভিভাবকদের মনে প্রশ্ন। অথচ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এমন একটি অতি ব্যস্ত সড়কের পাশে অবস্থিত যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের এ রাস্তা পারাপার হতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের পক্ষে এ রাস্তার উপর একটি ছোট কাঠের ওভার ব্রীজ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় স্বভাবতই অভিভাবকদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দারুণ উৎকণ্ঠায় থাকতে হয়। উল্লেখ্য শাহীন কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য কোন স্কুল বাস নেই। অথচ ইদানীং এ কলেজে আয়ের আর এক নতুন কারবার শুরু হয়েছে। গত ১৪-৫-৯৩ইং তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, শাহীন কলেজে ১ম, ৩য়, ৮ম ও নবম শ্রেণীতে কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। অগ্রণী ব্যাংক, শাহীন কলেজ শাখা থেকে ৫০/- টাকার বিনিময়ে ফরম সংগ্রহ করতে হবে। এ সুসংবাদে ছুটে গেলাম ব্যাংক শাখায়। ব্যাংক থেকে ফরম নিতে গেলে কর্মচারীরা বললেন, আগে নোটিশ বোর্ডে গিয়ে নোটিশ পড়ে আসুন। নোটিশ বোর্ডে গিয়ে তো চক্ষু একেবারে চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম। তাতে উল্লেখ করা আছে, ১ম শ্রেণীর জন্য ৫০ হাজার, ৩য় শ্রেণীর জন্য ৪৫ হাজার এবং ৮ম শ্রেণীর জন্য ৩৫ হাজার টাকা অগ্রীম চাঁদা প্রদান করে ভর্তি ফরম কেনা যাবে। এটা কেমন ধরনের চাঁদা তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আজকালতো হাটে বাজারে চাঁদার প্রচলন হয়েই আছে। এবার শুরু হলো স্কুল কলেজেও চাঁদার কারবার। তাই ফরম না নিয়ে নিরাশ হয়েই ফিরতে হলো। দেশে চাঁদার ঠেলা এত দূর গড়াবে তা ভাবতে পারিনি। কিন্তু কথা হচ্ছে সবখানে তো বৎসরের প্রথমেই ভর্তির কাজ শেষ হয়, বৎসরে ছয়মাসের মাথায় আবার ভর্তির নিয়মের কথা তো আর শুনিনি। দেশে স্কুল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে সমস্যা আছে, সংকট আছে। কিন্তু এই সুযোগে স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের খেয়ালখুশী মতো যখন তখন ছাত্র ভর্তি করবে, মোটা অংকের চাঁদা আদায় করবে এটা সরকারী সরকারী কর্তৃপক্ষের অজান্তে কিছুতেই হতে পারে না। ছাত্রছাত্রীর তুলনায় স্কুল কলেজের সংখ্যা কম। তাই ভর্তির ব্যাপারে সমস্যা আছে। এ সমস্যা স্কুল কলেজগুলিতে আপাতত একাধিক শিফট চালু করে সরকার মোকাবিলা করতে পারেন। এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার কথাও কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে একবার হয়েছিল বলে জানতাম। কিন্তু বাস্তবে কিছুই তো দেখলাম না। এ ব্যাপারে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছুই কি করণীয় নেই।

শামসুল হক ভুইয়া
মিরপুর, ঢাকা।